ডিপ্লোমা ইন ইসলামি ব্যাংকিং (DIB)
Part-I
Paper:103-হিসাববিজ্ঞানের মূলনীতি

First Edition: April 2025
Second Edition: August 2025
Third edition: April 2026
Fourth edition: August 2026

This book is the result of the author's hard work and is protected by copyright.
Any copying or sharing without permission is strictly prohibited by copyright law.

Written By:

Mohammad Samir Uddin, CFA
Chief Executive Officer
Leading Asset Management Company
Former Principal Officer of EXIM Bank Limited
CFA Chartered from CFA Institute, U.S.A.
BBA, MBA (Major in finance) From Dhaka University
Qualified in Banking Diploma and Islami Banking Diploma
Course instructor: 10 Minute School of 96th BPE
Founder: MetaMentor Center, Unlock Your Potential Here.

Price: 350Tk.
For Order:
www.metamentorcenter.com
WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center

MetaMentor Center
MetaMentor Center
Unlock Your Potential Here.

Table of Content

SL	Details	Page No.
1	মডিউল–১: হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা	4-15
2	মডিউল–২: হিসাব প্রক্রিয়া	16-48
3	মডিউল–৩: আর্থিক বিবরণী	49-63
4	মডিউল–৪: স্থায়ী ও অদৃশ্য সম্পদের হিসাব	64-73
5	মডিউল–৫: মজুদ দ্রব্যের পরিমাপ ও প্রতিবেদন	74-82
6	মডিউল–৬: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব	83-105
7	মডিউল–৭: ইসলামি ব্যাংকের হিসাবব্যবস্থা	106-110
8	পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নাবলি	111-126

Suggestion

- **Read 4 star and 5 star marked chapter if you have time shortage to read all chapter.**
- **Must read short notes from all chapter.**
- **MetaMentor Center suggest to read whole note to find 100% common in exam. We cover everything in our note.**

Important	Details	Number of Question common in previous years
*****	মডিউল–১: হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা	17
*****	মডিউল–২: হিসাব প্রক্রিয়া	43
****	মডিউল–৩: আর্থিক বিবরণী	11
****	মডিউল–৪: স্থায়ী ও অদৃশ্য সম্পদের হিসাব	14
****	মডিউল–৫: মজুদ দ্রব্যের পরিমাপ ও প্রতিবেদন	10
****	মডিউল–৬: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব	11
***	মডিউল–৭: ইসলামি ব্যাংকের হিসাবব্যবস্থা	6
	পূর্ববর্তী বছরের প্রশ্নাবলি	
*****All short note and Different from all chapter and end of note *****		

MetaMentor Center

সিলেবাস

১. হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা: হিসাববিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও পরিধি, এর ভূমিকা ও কার্যাবলি, হিসাববিজ্ঞানের ইতিহাস, উদ্দেশ্য, প্রকৃতি এবং হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীগণ ।হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি ও হিসাব ব্যবস্থা, মৌলিক ধারণা, সাধারণভাবে গৃহীত হিসাব নীতি (GAAP), অনুমান, হিসাব মানদণ্ড ও নিয়ন্ত্রক বিধি-বিধান।

২. হিসাব প্রক্রিয়া: দ্বৈত হিসাব পদ্ধতি ও একক হিসাব পদ্ধতি, লেনদেনের ধারণা, দেনা ও জমার স্বর্ণনিয়ম, লেনদেন বিশ্লেষণ, হিসাব চক্র, লেনদেন রেকর্ড, জার্নাল প্রস্তুত, লেজারে পোস্টিং, টি-ফর্ম ও বহুখাত লেজার প্রস্তুত। নগদ বই প্রস্তুত (এক কলাম, দুই কলাম ও তিন কলাম), ট্রায়াল ব্যালেন্স প্রস্তুত, সন্দেহজনক হিসাব, ভুল সংশোধন, সমন্বয়মূলক ও সমাপনী এন্ট্রি, বকেয়া ও আগাম আয়-ব্যয়, ব্যাংক পুনর্মিলন বিবৃতি।

৩. আর্থিক বিবরণী: আর্থিক বিবরণীর ধারণা, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা, আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের নিয়ম, সম্পূর্ণ আর্থিক বিবরণীর অংশ যেমন ব্যালান্স শিট, আয় বিবরণী, উৎপাদন হিসাব, মূলধন পরিবর্তনের বিবরণী, নগদ প্রবাহ বিবৃতি ও ব্যাখ্যামূলক টীকা ।এছাড়া হিসাব নীতি ও অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক টীকা, সহায়ক বিবরণী বা সূচিপত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ব্যবসার প্রকৃতি অনুযায়ী ও আইনি কাঠামো অনুযায়ী (একক মালিকানা, অংশীদারী প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি ও অন্যান্য সংগঠন) আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের নিয়ম শেখানো হয়।

৪. স্থায়ী ও অদৃশ্য সম্পদের হিসাব:স্থায়ী সম্পদের ধরন ও খরচ নির্ধারণের পদ্ধতি— জমি, জমি উন্নয়ন, ভবন ও যন্ত্রপাতির খরচ নির্ধারণ ।অবচয়ের উপাদান, অবচয়ের পদ্ধতি, করের সাথে সম্পর্ক এবং সময়কাল পুনর্মূল্যায়ন ।অদৃশ্য সম্পদ যেমন পেটেন্ট, কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড নাম, ফ্র্যাঞ্চাইজি, লাইসেন্স ও গুডউইলের হিসাব এবং পুনর্মিলন।

৫. মজুদ দ্রব্যের পরিমাপ ও প্রতিবেদন: মজুদের রেকর্ড ও পরিমাপ, মজুদের প্রকারভেদ, স্থায়ী ও পর্যায়িক মজুদ পদ্ধতি, মজুদের খরচ প্রবাহ অনুমান, মজুদের খরচ নির্ধারণের পদ্ধতি (যেমন FIFO, LIFO ও গড় পদ্ধতি) ।বাস্তব মজুদ গণনা ও মজুদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শেখানো হয়।

৬. ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব: ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ অনুযায়ী ব্যাংকের হিসাব পদ্ধতি, বৈধ চাহিদা, পাওনাদারের সম্পূর্ণ বিবরণ,নির্ধারিত ফর্মে মুনাফা-লোকসান হিসাব ও ব্যালান্স শিট প্রস্তুত এবং এর সীমাবদ্ধতা ।ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও প্রকাশ সংক্রান্ত বিধান মেনে চলার নিয়ম শেখানো হয়।

৭. ইসলামি ব্যাংকের হিসাবব্যবস্থা: ইসলামি ব্যাংকের জন্য প্রণীত আর্থিক হিসাব মানদণ্ড ।ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও নিরীক্ষা সংস্থা (AAOIFI) কর্তৃক প্রণীত হিসাব ও নিরীক্ষা মানদণ্ড এবং ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এসব মানদণ্ডের প্রয়োগ।

MetaMentor Center

মডিউল–১:
হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা

প্রশ্ন–০১: হিসাববিজ্ঞান কী? এর পরিধি ব্যাখ্যা করো। এপ্রিল–২০১৮, এপ্রিল–২০২০, নভেম্বর ২০২৫, মে-২০২৬

অথবা,হিসাববিজ্ঞানের অর্থ ও পরিধি ব্যাখ্যা করো।(অক্টোবর–২০১৯, অক্টোবর–২০২১)

হিসাববিজ্ঞান হলো কোনো ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনসমূহকে ধারাবাহিকভাবে **সনাক্ত, লিপিবদ্ধ, শ্রেণিবদ্ধ, সংক্ষিপ্ত ও বিশ্লেষণ** করার একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যবসার **আর্থিক অবস্থা ও কার্যফল** জানা যায়। হিসাববিজ্ঞান মালিক, ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষসহ সকল পক্ষকে সঠিক আর্থিক তথ্য প্রদান করে যাতে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটি আয়, ব্যয়, সম্পদ ও দায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করে। ব্যালান্স শিট ও আয় বিবরণীর মাধ্যমে হিসাববিজ্ঞান দেখায় ব্যবসাটি কত লাভ করেছে এবং কত সম্পদের মালিক। এজন্য হিসাববিজ্ঞানকে "ব্যবসার ভাষা" বলা হয়, কারণ এটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং অ্যাসোসিয়েশনের (AAA) মতে, "হিসাববিজ্ঞান হলো অর্থনৈতিক তথ্য সনাক্ত, পরিমাপ ও যোগাযোগের এমন একটি প্রক্রিয়া যা ব্যবহারকারীদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।"

হিসাববিজ্ঞানের পরিধি: হিসাববিজ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত ও পরিবর্তনশীল। এটি আর্থিক তথ্যের সনাক্তকরণ, পরিমাপ, রেকর্ড, বিশ্লেষণ ও যোগাযোগের সব দিক অন্তর্ভুক্ত করে। প্রধান বিষয়গুলো হলো—

১. **লেনদেন সনাক্তকরণ:** যেসব ব্যবসায়িক ঘটনা টাকায় প্রকাশ করা যায়, সেগুলো সনাক্ত করা হয়।

২. **রেকর্ড:** প্রতিটি লেনদেনকে দ্বৈত হিসাবপদ্ধতি অনুসারে জার্নালে নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৩. **শ্রেণিবিন্যাস:** রেকর্ড করা লেনদেনগুলোকে সংশ্লিষ্ট খাতে লেজারে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়।

৪. **সংক্ষিপ্তকরণ:** লেজার থেকে সংগৃহীত তথ্য ট্রায়াল ব্যালেন্স, আয় বিবরণী ও ব্যালান্স শিটে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়।

৫. **বিশ্লেষণ:** আর্থিক বিবরণীগুলো বিশ্লেষণ করে প্রবণতা, সম্পর্ক ও কার্যক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়।

৬. **ব্যাখ্যা:** প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এর অর্থ বোঝা হয় যাতে ব্যবহারকারীরা যথাযথ সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৭. **যোগাযোগ:** প্রাপ্ত ফলাফল ব্যবস্থাপনা, মালিক, বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে জানানো হয়।

৮. **পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণে সহায়তা:** হিসাববিজ্ঞান বাজেট তৈরি, খরচ নিয়ন্ত্রণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, হিসাববিজ্ঞানের পরিধি লেনদেন সনাক্তকরণ থেকে ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন–০২: হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী?(এপ্রিল–২০১৯, নভেম্বর–২০২৪)

অথবা, হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলো উল্লেখ করো।(অক্টোবর–২০২৩)

অথবা, হিসাববিজ্ঞান কী? হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কী?(মে–২০২৩, মে–২০২৪)

হিসাববিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তথ্য সঠিকভাবে রেকর্ড, সংরক্ষণ ও উপস্থাপন করা, যাতে ব্যবসার প্রকৃত আর্থিক অবস্থা সহজে বোঝা যায় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ—

১. **আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান:**হিসাববিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং সাধারণ জনগণকে প্রতিষ্ঠানের স্পষ্ট আর্থিক তথ্য প্রদান করা। ব্যালান্স শিট, আয় বিবরণী ও নগদ প্রবাহ বিবৃতির মাধ্যমে ব্যবসার আর্থিক অবস্থা ও ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

২. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:**ব্যবস্থাপকরা হিসাব তথ্যের সাহায্যে দৈনন্দিন কার্যক্রম, বিনিয়োগ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এর মাধ্যমে ব্যবসার কোন দিক উন্নত এবং কোন দিক দুর্বল তা নির্ধারণ করা যায়।

৩. **আইন ও বিধি মেনে চলা:**হিসাববিজ্ঞান নিশ্চিত করে যে প্রতিষ্ঠান সকল প্রযোজ্য আইন, কর বিধি ও আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড মেনে চলছে। সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ করলে জরিমানা বা আইনি জটিলতা এড়ানো যায়।

৪. **কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন:**হিসাববিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কার্যক্ষমতা, বিভাগীয় ফলাফল এবং কর্মীদের দক্ষতা মূল্যায়নে সহায়তা করে। মুনাফা, তারল্য ও দক্ষতা অনুপাতের মাধ্যমে কর্মক্ষমতা পরিমাপ করা হয়।

৫. **পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন:**হিসাব তথ্যের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, বাজেট প্রস্তুত, ঝুঁকি ও সুযোগ নির্ধারণ করা হয়, যা ব্যবসার উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতায় সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, হিসাববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সঠিকভাবে উপস্থাপন করে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–০৩: হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসার ভাষা বলা হয় কেন? (এপ্রিল–২০২০)

অথবা "হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসার ভাষা বলা হয়।" — ব্যাখ্যা করো। (এপ্রিল–২০১৯)

অথবা হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসার ভাষা হিসেবে বিবেচনা করা হয় কেন? (এপ্রিল–২০১৮, অক্টোবর–২০২৩)

হিসাববিজ্ঞানকে ব্যবসার ভাষা বলা হয় কারণ এটি কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও অবস্থার তথ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। যেমন ভাষা মানুষের চিন্তা ও ধারণা প্রকাশের মাধ্যম, তেমনি হিসাববিজ্ঞান ব্যবসার সমস্ত কার্যক্রমকে টাকায় প্রকাশ করে এবং তা আর্থিক বিবরণীর মাধ্যমে উপস্থাপন করে। এর ফলে মালিক, ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা ও সরকারি কর্তৃপক্ষ সহজে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা বুঝতে পারে।

১. **তথ্য আদান–প্রদান:**হিসাববিজ্ঞান ব্যবসার সব লেনদেন নিয়মিতভাবে লিপিবদ্ধ, শ্রেণিবিন্যাস ও সংক্ষিপ্ত করে আয় বিবরণী ও ব্যালান্স শিটের মাধ্যমে উপস্থাপন করে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয় ও আর্থিক অবস্থার স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

২. **একক নিয়মে প্রকাশ:**হিসাববিজ্ঞান সাধারণভাবে গৃহীত হিসাব নীতি (GAAP) বা আন্তর্জাতিক মান (IAS/IFRS) অনুসারে পরিচালিত হয়। এতে সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য একইভাবে প্রকাশিত হয় এবং তা সহজে বোঝা যায়।

৩. **কার্যসম্পাদন পরিমাপ:**হিসাববিজ্ঞান একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করে। এর মাধ্যমে ব্যবসার কার্যকারিতা ও দক্ষতা নির্ধারণ করা যায়।

৪. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:**ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী ও অন্যান্য অংশীদার হিসাব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বিনিয়োগ, সম্প্রসারণ ও খরচ নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

৫. **জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা:**হিসাববিজ্ঞান প্রতিটি আর্থিক কার্যক্রম সঠিকভাবে রেকর্ড ও প্রতিবেদন করে, ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাজ স্বচ্ছ হয় এবং বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, হিসাববিজ্ঞান ব্যবসার সকল আর্থিক কার্যক্রম ও ফলাফলকে স্পষ্ট ও বোধগম্যভাবে প্রকাশ করে, এজন্য একে যথার্থভাবে "ব্যবসার ভাষা" বলা হয়।

প্রশ্ন–০৪: হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, নীতি ও অনুমান ব্যাখ্যা করো।(মে–২০২২, মে–২০২৩)

অথবা চারটি হিসাববিজ্ঞানের অনুমান, ধারণা ও নীতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।(নভেম্বর–২০২৪, অক্টোবর–২০১৮)

অথবা হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, প্রচলন ও নীতি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।(এপ্রিল–২০২০, অক্টোবর–২০২৩)

অথবা হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা বা অনুমান ব্যাখ্যা করো।(এপ্রিল–২০২০, নভেম্বর–২০২২)

অথবাহিসাববিজ্ঞানের অনুমান সংক্ষেপে বর্ণনা করো।(অক্টোবর–২০১৮, অক্টোবর–২০১৯)

হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, নীতি ও অনুমান হলো এমন কিছু মৌলিক নিয়ম, যা হিসাব তথ্য সঠিকভাবে রেকর্ড, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। এগুলোর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবেদন সঠিক, নির্ভরযোগ্য ও তুলনাযোগ্য হয়।

হিসাববিজ্ঞানের ধারণা: এগুলো এমন মৌলিক চিন্তা, যা আর্থিক লেনদেন রেকর্ড করার সময় অনুসরণ করা হয়।

১. **ব্যবসা সত্তা ধারণা:** প্রতিষ্ঠানকে মালিকের থেকে আলাদা হিসেবে ধরা হয় এবং সব লেনদেন ব্যবসার দৃষ্টিকোণ থেকে রেকর্ড করা হয়।

২. **টাকায় পরিমাপ ধারণা:** কেবল সেই ঘটনাই হিসাববিজ্ঞানে রেকর্ড করা হয়, যা টাকায় প্রকাশ করা যায়।

৩. **চলমান সত্তা ধারণা:** ধরে নেওয়া হয় যে প্রতিষ্ঠান দীর্ঘ সময় ধরে কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

৪. **মূল্য ধারণা:** সম্পদ ক্রয়ের সময়কার মূল্যে রেকর্ড করা হয়, বাজারমূল্যে নয়।

৫. **দ্বৈত প্রভাব ধারণা:** প্রতিটি লেনদেনের দুটি দিক থাকে — দেনা ও জমা, যা হিসাব সমীকরণকে ভারসাম্যে রাখে।

হিসাববিজ্ঞানের নীতি: এগুলো এমন সাধারণ নিয়ম, যা আর্থিক বিবরণী তৈরির কাঠামো নির্ধারণ করে।

১. **আয় স্বীকৃতি নীতি:** আয় তখনই দেখাতে হবে, যখন তা অর্জিত হয়, টাকা হাতে পাওয়ার সময় নয়।

২. **মেলানোর নীতি:** আয় যে সময়ে হয়, সেই সময়ের ব্যয়ও একই সাথে দেখাতে হবে।

৩. **পূর্ণ প্রকাশ নীতি:** আর্থিক বিবরণীতে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৪. **সামঞ্জস্য নীতি:** প্রতি বছর একই পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে যাতে তুলনাযোগ্যতা বজায় থাকে।

৫. **সংযম নীতি:** সম্ভাব্য ক্ষতি হলে তা সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে হবে, কিন্তু সম্ভাব্য লাভ তখনই দেখাতে হবে যখন তা নিশ্চিত হয়।

হিসাববিজ্ঞানের অনুমান: এগুলো এমন ধারণা, যা হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি তৈরি করে।

১. **চলমান সত্তা অনুমান:** প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতেও কার্যক্রম চালিয়ে যাবে বলে ধরে নেওয়া হয়।

২. **বকেয়া ভিত্তিক অনুমান:** লেনদেন সংঘটিত হওয়ার সময় রেকর্ড করা হয়, টাকা আদান–প্রদানের সময় নয়।

৩. **সময়সীমা অনুমান:** প্রতিষ্ঠানের জীবনকালকে মাস, ত্রৈমাসিক বা বছরে ভাগ করে রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়।

৪. **টাকায় পরিমাপ অনুমান:** শুধুমাত্র টাকায় প্রকাশযোগ্য বিষয়ই রেকর্ড করা হয় এবং অর্থের ক্রয়ক্ষমতা স্থিতিশীল ধরা হয়।

৫. **আর্থিক সত্তা অনুমান:** প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মালিকের ব্যক্তিগত কাজ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখা হয়।

৬. **গুরুত্ব অনুমান:** যে তথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব ফেলতে পারে তা অবশ্যই প্রকাশ করতে হয়, ছোট বিষয় সরলভাবে দেখানো যায়।

MetaMentor Center

পরিশেষে বলা যায়, হিসাববিজ্ঞানের ধারণা, নীতি ও অনুমান প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। এগুলো আর্থিক প্রতিবেদনকে স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও তুলনাযোগ্য করে তোলে, যা কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরিহার্য।

প্রশ্ন–০৫: সাধারণভাবে গৃহীত হিসাব নীতি (GAAP)-এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।(মে–২০২২)

অথবাহিসাববিজ্ঞানের নীতি কী? GAAP অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করো।(নভেম্বর–২০২২)

GAAP এই নোটটি সংক্ষিপ্ত নোট কভার করে (নভেম্বর ২০২৫):

GAAP (সাধারণভাবে গৃহীত হিসাব নীতি) বলতে সেই হিসাববিজ্ঞানের নিয়ম, নীতি, ধারণা এবং মানসমূহকে বোঝায়, যা আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুসরণ করা হয়। এটি আর্থিক প্রতিবেদন প্রণয়নে একরূপতা, সামঞ্জস্যতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। GAAP হলো হিসাববিজ্ঞানের নীতি ও নির্দেশনার একটি কাঠামো, যা আর্থিক তথ্যকে মানসম্মত পদ্ধতিতে রেকর্ড, শ্রেণিবিভাগ, সংক্ষিপ্তকরণ এবং প্রতিবেদন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

প্রধান হিসাব নীতিগুলো হলো:

১. **আয় স্বীকৃতি নীতি:** আয় তখনই স্বীকৃত হবে, যখন তা অর্জিত হয়; টাকা হাতে পাওয়ার সময় নয়।

২. **মেলানোর নীতি:** আয় এবং সংশ্লিষ্ট ব্যয় একই হিসাব বছরের মধ্যে রেকর্ড করতে হয়, যাতে প্রকৃত লাভ নির্ধারণ করা যায়।

৩. **পূর্ণ প্রকাশ নীতি:** আর্থিক বিবরণীতে সব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হয়, যাতে ব্যবহারকারীরা সম্পূর্ণ ধারণা পায়।

৪. **সামঞ্জস্য নীতি:** প্রতি বছর একই হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়, যাতে তুলনাযোগ্যতা বজায় থাকে।

৫. **সংযম নীতি:** সম্ভাব্য ক্ষতি হলে তা সঙ্গে সঙ্গে দেখাতে হয়, কিন্তু সম্ভাব্য লাভ তখনই দেখাতে হয়, যখন তা নিশ্চিত হয়।

GAAP অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা:

১. **একক মানদণ্ড স্থাপন:** GAAP সব প্রতিষ্ঠানের জন্য একক নিয়ম নির্ধারণ করে, ফলে আর্থিক বিবরণীগুলো সহজে তুলনা করা যায়।

২. **বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করা:** GAAP অনুসরণে তৈরি আর্থিক প্রতিবেদন নির্ভরযোগ্য হয় এবং ব্যবহারকারীদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

৩. **স্বচ্ছতা বজায় রাখা:** GAAP আর্থিক তথ্যকে স্পষ্ট ও সঠিকভাবে উপস্থাপন করে, ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পায়।

৪. **আইনি নিয়ম মেনে চলা:** GAAP জাতীয় ও আন্তর্জাতিক হিসাব মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যা আইনি সঠিকতা নিশ্চিত করে।

৫. **আস্থা ও বিশ্বাস বৃদ্ধি:** GAAP–ভিত্তিক প্রতিবেদন বিনিয়োগকারী, ঋণদাতা ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করে এবং প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করে।

পরিশেষে বলা যায়, GAAP অনুসরণ করলে আর্থিক প্রতিবেদন স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য ও তুলনাযোগ্য হয়। এটি প্রতিষ্ঠানের সঠিক আর্থিক চিত্র তুলে ধরে এবং ব্যবহারকারীদের আস্থা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন–০৬: হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারীরা কারা এবং তারা কেন এটি ব্যবহার করে? (অক্টোবর–২০২১ , নভেম্বর২০২২ ,অক্টোবর–২০২৩, নভেম্বর–২০২৪, নভেম্বর ২০২৫)

অথবা,হিসাব তথ্যের ব্যবহারকারী ও ব্যবহার(অক্টোবর–২০১৮)

অথবা, হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারীরা কারা এবং তারা কীভাবে এ তথ্য ব্যবহার করে? (মে -২০২৬)

হিসাব তথ্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার একটি স্পষ্ট চিত্র দেয়, যা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে অপরিহার্য। এই তথ্যের ব্যবহারকারীরা মূলত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত — **অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী** এবং **বহিঃস্থ ব্যবহারকারী**।

অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী: এরা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা, যারা হিসাব তথ্য ব্যবহার করে পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

১. **ব্যবস্থাপক:** ব্যবস্থাপকরা হিসাব তথ্য ব্যবহার করে দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা, ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ পরিকল্পনা ও ব্যবসার কৌশল নির্ধারণ করেন। তারা আয় বিবরণী, ব্যালান্স শিট ও নগদ প্রবাহ বিবৃতি বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষমতা মূল্যায়ন করেন।

২. **কর্মচারী:** কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতি জানতে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে। এর মাধ্যমে তারা চাকরির নিরাপত্তা, বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা পায়।

৩. **মালিক:** মালিকরা হিসাব প্রতিবেদন দেখে ব্যবসা লাভজনক কিনা তা নির্ধারণ করেন এবং নতুন বিনিয়োগ, সম্প্রসারণ বা ব্যবসার কোনো অংশ বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন।

বহিঃস্থ ব্যবহারকারী: এরা প্রতিষ্ঠানের বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যারা বিনিয়োগ, ঋণ প্রদান বা নিয়ন্ত্রণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিসাব তথ্যের ওপর নির্ভর করে।

১. **বিনিয়োগকারী:** বিনিয়োগকারীরা হিসাব তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখে কোম্পানিতে বিনিয়োগ করলে লাভজনক হবে কিনা।

২. **ঋণদাতা:** ঋণদাতারা হিসাব তথ্য দেখে নিশ্চিত হন যে প্রতিষ্ঠান ঋণ পরিশোধে সক্ষম কিনা এবং ঋণ দেওয়া নিরাপদ কি না।

৩. **সরকারি সংস্থা:** সরকারি দপ্তরগুলো কর আইন, শ্রম আইন ও অন্যান্য বিধি মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করতে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে।

MetaMentor Center

৪. **গ্রাহক:** গ্রাহকরা প্রতিষ্ঠানের স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করতে হিসাব তথ্য ব্যবহার করে, বিশেষ করে বড় পরিমাণ কেনাকাটা বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আগে।

৫. **সরবরাহকারী:** সরবরাহকারীরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা দেখে সিদ্ধান্ত নেয়, ক্রেডিটে পণ্য দেওয়া নিরাপদ হবে কিনা বা দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি করা যাবে কিনা।

৬. **প্রতিযোগী:** প্রতিযোগীরা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তথ্য দেখে তার শক্তি ও দুর্বলতা নির্ধারণ করে এবং নিজেদের ব্যবসার কৌশল পরিকল্পনা করে।

পরিশেষে বলা যায়, হিসাব তথ্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। এটি ভেতরের ও বাইরের সব ব্যবহারকারীকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে, যা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ও স্থিতিশীলতার জন্য অপরিহার্য।

প্রশ্ন–০৭: হিসাব তথ্য কী? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহারকারীদের উল্লেখ করো।(অক্টোবর–২০১৯ , নভেম্বর–২০২২, নভেম্বর–২০২৪, মে–২০২৫)

হিসাব তথ্য হলো প্রতিষ্ঠানের হিসাব নথি থেকে প্রাপ্ত এমন আর্থিক তথ্য, যা প্রতিষ্ঠানের আয়, ব্যয়, সম্পদ, দায় ও মূলধনের সঠিক চিত্র তুলে ধরে। এটি ব্যবসার পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। সহজভাবে বলা যায়, হিসাব তথ্য হলো হিসাব প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত ফল, যা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য অপরিহার্য।

হিসাব তথ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য:

১. **প্রাসঙ্গিকতা:** হিসাব তথ্য এমন হতে হবে, যা ব্যবহারকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরাসরি সহায়ক ও অর্থবহ হয়।

২. **বিশ্বাসযোগ্যতা:** তথ্য অবশ্যই সঠিক, নিরপেক্ষ ও যাচাইযোগ্য হতে হবে, যাতে ব্যবহারকারীরা এর ওপর ভরসা করতে পারে।

৩. **তুলনাযোগ্যতা:** তথ্য এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে পূর্ববর্তী সময় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহজে তুলনা করা যায়।

৪. **বোধ্যতা:** হিসাব তথ্য স্পষ্ট, সহজ ও এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যাতে সব ব্যবহারকারী তা সহজে বুঝতে পারে।

৫. **সময়োপযোগিতা:** তথ্য সময়মতো সরবরাহ করতে হবে, যাতে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

৬. **সম্পূর্ণতা:** হিসাব তথ্যের মধ্যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যাতে কোনো বিষয় বাদ না পড়ে এবং ভুল সিদ্ধান্ত না হয়।

৭. **সামঞ্জস্যতা:** একই ধরনের লেনদেনে একই হিসাব পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যাতে তথ্যের ন্যায্যতা ও ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

হিসাব তথ্যের ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা:

১. **আর্থিক অবস্থা জানা:** ব্যালান্স শিটের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট সময়ে সম্পদ, দায় ও মূলধনের অবস্থা জানা যায়, যা ব্যবসার স্থিতিশীলতা বোঝাতে সাহায্য করে।

২. **লাভ–ক্ষতি নির্ধারণ:** আয় বিবরণীর মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়কালের মুনাফা বা ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়, যা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্ষমতা প্রকাশ করে।

৩. **সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা:** ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতারা হিসাব তথ্যের ভিত্তিতে বিনিয়োগ, ঋণ প্রদান ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়।

৪. **নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা:** হিসাব প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনাকে তহবিল ব্যবহারের ওপর নজরদারি করতে সহায়তা করে এবং অপচয় ও তহবিলের অপব্যবহার রোধ করে।

৫. **আইনি বাধ্যবাধকতা পূরণ:** সরকার ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর পরিশোধ, আইন মেনে চলা ও আর্থিক প্রতিবেদন যাচাইয়ের জন্য হিসাব তথ্য ব্যবহার করে।

৬. **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:** হিসাব তথ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের পূর্ববর্তী আয়, ব্যয় ও আর্থিক প্রবণতা বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের জন্য বাস্তবসম্মত বাজেট ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়। এটি ব্যবস্থাপনাকে সম্ভাব্য ঝুঁকি মূল্যায়ন, সম্পদের যথাযথ বণ্টন ও প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

পরিশেষে বলা যায়, হিসাব তথ্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, কার্যক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণের জন্য অপরিহার্য। এর নির্ভরযোগ্যতা, প্রাসঙ্গিকতা ও সময়োপযোগিতা একে সব ব্যবহারকারীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর করে তোলে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন – ০৮: হিসাববিজ্ঞানের শাখাগুলো কী কী? সংক্ষেপে আলোচনা করো। (মে – ২০২৩)

অথবা, হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলো উল্লেখ করো। (এপ্রিল – ২০২০, নভেম্বর – ২০২২)

বিভিন্ন ব্যবহারকারীর চাহিদা মেটানোর জন্য হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা রয়েছে। এর প্রধান শাখাগুলো হলো:

১. **আর্থিক হিসাববিজ্ঞান (Financial Accounting):** এটি ব্যবসায়িক লেনদেন রেকর্ড করে এবং বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মতো বাহ্যিক ব্যবহারকারীদের জন্য আয় বিবরণী এবং উদ্বৃত্ত-পত্রের (ব্যালান্স শিট) মতো আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে।

২. **ব্যয় হিসাববিজ্ঞান (Cost Accounting):** এটি পণ্য বা সেবার ব্যয় (Cost) নির্ধারণে সহায়তা করে। এটি মূল্য নির্ধারণ, বাজেট প্রণয়ন এবং উৎপাদন ব্যয় নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

৩. **ব্যবস্থাপনা হিসাববিজ্ঞান (Management Accounting):** এটি ব্যবস্থাপকদের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য আর্থিক ও অনার্থিক তথ্য প্রদান করে।

৪. **কর হিসাববিজ্ঞান (Tax Accounting):** এটি কর রিটার্ন (Tax returns) প্রস্তুত করা এবং কর আইন ও বিধিবিধান পরিপালন নিশ্চিত করার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

৫. **নিরীক্ষা (Auditing):** আর্থিক রেকর্ডের নির্ভুলতা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য হিসাবপত্র পরীক্ষা করাকে নিরীক্ষা বোঝায়। এটি অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক হতে পারে।

৬. **ফরেনসিক হিসাববিজ্ঞান (Forensic Accounting):** জালিয়াতি এবং আর্থিক অপরাধ তদন্তের জন্য এই হিসাববিজ্ঞান ব্যবহার করা হয়। এটি প্রায়শই আইনি বিষয়ে (Legal matters) ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন–০৯:হিসাব তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।(এপ্রিল–২০২৪, নভেম্বর ২০২৫)

হিসাব তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য হলো সেইসব গুণ, যা তথ্যকে ব্যবহারযোগ্য, অর্থবহ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিশ্চিত করে যে আর্থিক প্রতিবেদন কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা ও কার্যক্ষমতা সঠিকভাবে প্রতিফলিত করছে।

হিসাব তথ্যের প্রধান গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো হলো:

১. **প্রাসঙ্গিকতা:** হিসাব তথ্য এমন হতে হবে, যা ব্যবহারকারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয় এবং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের প্রভাব বুঝতে সাহায্য করে।

২. **বিশ্বাসযোগ্যতা:** তথ্য অবশ্যই সঠিক, নিরপেক্ষ ও যাচাইযোগ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে হতে হবে, যাতে ব্যবহারকারীরা তা নির্ভরযোগ্য মনে করেন।

৩. **তুলনাযোগ্যতা:** হিসাব তথ্য এমনভাবে উপস্থাপন করতে হয়, যাতে ব্যবহারকারীরা পূর্ববর্তী সময় বা অন্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহজে তুলনা করতে পারেন।

৪. **বোধ্যতা:** তথ্য স্পষ্ট, সহজ ও সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করতে হয়, যাতে সব ব্যবহারকারী তা সহজে বুঝতে পারে।

৫. **সময়োপযোগিতা:** তথ্য যথাসময়ে প্রদান করতে হয়, যাতে তা সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

৬. **সামঞ্জস্যতা:** একই ধরনের লেনদেনে একই হিসাব নীতি ও পদ্ধতি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে হয়, যাতে ন্যায্য তুলনা করা যায়।

৭. **সম্পূর্ণতা:** সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হয়, যাতে ব্যবহারকারীরা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ আর্থিক চিত্র পেতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, হিসাব তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো একে কার্যকর, বিশ্বাসযোগ্য ও তুলনাযোগ্য করে তোলে। এর মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতারা সঠিক ও আত্মবিশ্বাসী আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

প্রশ্ন–১০: আধুনিক ব্যবসায় মূল্য সৃষ্টি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা আলোচনা করো।(এপ্রিল–২০২০)

অথবা,ব্যবসায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে হিসাববিজ্ঞানের ভূমিকা বর্ণনা করো।(নভেম্বর–২০২৪)

হিসাববিজ্ঞান ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য আর্থিক তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, মালিক ও অন্যান্য অংশীদারদের সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

হিসাববিজ্ঞানের প্রধান ভূমিকা:

১. **পরিকল্পনা ও পূর্বাভাস:** পূর্ববর্তী আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের বাজেট ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে হিসাববিজ্ঞান ব্যবস্থাপনাকে সহায়তা করে।

MetaMentor Center

২. **কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ:** বাস্তব ফলাফল ও বাজেটকৃত লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে কোন জায়গায় উন্নয়ন বা ব্যয় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন তা চিহ্নিত করে।

৩. **কার্যসম্পাদন মূল্যায়ন:** প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ বা কার্যক্রম কতটা লাভজনক ও কার্যকর তা নির্ধারণে হিসাববিজ্ঞান সাহায্য করে।

৪. **বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত:** প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা ও তারল্য সম্পর্কে তথ্য দিয়ে কোথায় ও কত পরিমাণ বিনিয়োগ করা হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করে।

৫. **মূল্য নির্ধারণ:** উৎপাদন ব্যয় ও মুনাফা বিশ্লেষণ করে পণ্যের সঠিক বিক্রয়মূল্য নির্ধারণে সাহায্য করে।

৬. **অর্থায়ন সিদ্ধান্ত:** প্রতিষ্ঠানের কত মূলধন প্রয়োজন এবং তা কোন উৎস থেকে (যেমন ঋণ বা শেয়ার) সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণে সহায়তা করে।

৭. **আর্থিক অবস্থা মূল্যায়ন:** ব্যালান্স শিট ও আয় বিবরণীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক স্থিতি ও স্থিতিশীলতা নির্ধারণ করা হয়।

৮. **ব্যবস্থাপনা সিদ্ধান্তে সহায়তা:** নতুন বিনিয়োগ, খরচ হ্রাস বা অলাভজনক কার্যক্রম বন্ধ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে হিসাববিজ্ঞান প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

পরিশেষে বলা যায়, হিসাববিজ্ঞান শুধু আর্থিক লেনদেনের রেকর্ড নয়, এটি ব্যবসার পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের ভিত্তি। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সঠিক দিকনির্দেশনা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

প্রশ্ন– ১১: নিম্নলিখিত হিসাব ধারণা ও নীতিগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। (নভেম্বর–২০২২) (মে-২০২৫)

i. চলমান প্রতিষ্ঠান নীতি: এই নীতির মাধ্যমে ধারণা করা হয় যে কোনো প্রতিষ্ঠান নিকট ভবিষ্যতে বন্ধ হবে না এবং তার কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে। তাই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দায়সমূহ বিক্রয়মূল্যে নয়, বরং ক্রয়মূল্যে হিসাবভুক্ত করা হয়। এই নীতি আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতে স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখে এবং বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা বৃদ্ধি করে।

ii. সতর্কতা বা বিচক্ষণতা নীতি: এই নীতি অনুসারে হিসাবরক্ষককে সবসময় সতর্ক থাকতে হয় এবং সম্ভাব্য ক্ষতির ক্ষেত্রে তা অবিলম্বে হিসাবভুক্ত করতে হয়, কিন্তু সম্ভাব্য আয় কেবল তখনই রেকর্ড করতে হয় যখন তা বাস্তবে অর্জিত হয়। যেমন, যদি কোনো ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা অনিশ্চিত হয়, তবে সন্দেহজনক দেনার জন্য সংরক্ষণ রাখা প্রয়োজন। এই নীতি প্রতিষ্ঠানের আয় বা সম্পদকে অতিরঞ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আর্থিক প্রতিবেদনে সঠিকতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখে।

iii. মিল নীতি: মে–২০২২, অক্টোবর–২০১৯, May-2026 এই নীতি অনুযায়ী, যে সময়ে কোনো ব্যয় আয় অর্জনে সহায়তা করে, সেই সময়েই তা হিসাবভুক্ত করতে হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট সময়ের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে যথাযথ সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং প্রকৃত মুনাফা বা ক্ষতি নির্ধারণ করা যায়। যেমন, ডিসেম্বর মাসের বেতন জানুয়ারিতে প্রদান করা হলেও, তা ডিসেম্বর মাসের ব্যয় হিসেবে হিসাবভুক্ত করতে হয়। এই নীতি প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও মুনাফা পরিমাপকে সঠিক ও অর্থবহ করে তোলে।

iv. ব্যবসা সত্তা ধারণা: এই ধারণা অনুসারে ব্যবসা ও মালিককে দুটি পৃথক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মালিক যখন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করেন, তা মূলধন হিসেবে গণ্য হয়, আর ব্যবসা থেকে অর্থ উত্তোলন করলে তা ব্যক্তিগত উত্তোলন হিসেবে ধরা হয়। এই ধারণা নিশ্চিত করে যে শুধুমাত্র ব্যবসা সম্পর্কিত লেনদেনগুলোই হিসাব বইয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং মালিকের ব্যক্তিগত লেনদেনগুলো তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক ফলাফল নির্ধারণ করা সহজ হয়।

v. খরচ নীতি: এই নীতি অনুসারে কোনো সম্পদ ক্রয়ের সময়কার প্রকৃত মূল্য অনুযায়ী হিসাবভুক্ত করতে হয়, যার সঙ্গে পরিবহন, স্থাপন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাজারমূল্যের পরিবর্তন এতে বিবেচনা করা হয় না। এই নীতি আর্থিক তথ্যকে বাস্তব, যাচাইযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য রাখে এবং আর্থিক প্রতিবেদনকে নিরপেক্ষ ও তুলনাযোগ্য করে তোলে।

পরিশেষে বলা যায়, এই নীতি ও ধারণাগুলো হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ভিত্তি। এগুলোর প্রয়োগ আর্থিক প্রতিবেদনকে সঠিক, নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর সহায়তা প্রদান করে।

প্রশ্ন– ১২: বুক–কিপিং এবং হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি? থাকলে সংক্ষেপে উল্লেখ করো।(এপ্রিল–২০২৪)

অথবা, বুক–কিপিং ও হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করো।(অক্টোবর–২০২১)

হ্যাঁ, বুক–কিপিং এবং হিসাববিজ্ঞানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। বুক–কিপিং হলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিদিনের আর্থিক লেনদেন সঠিকভাবে রেকর্ড করার একটি পদ্ধতি। অপরদিকে, হিসাববিজ্ঞান একটি বিস্তৃত প্রক্রিয়া যা বুক–কিপিংয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য শ্রেণিবিন্যাস, সংক্ষিপ্তকরণ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে এবং ব্যবস্থাপনাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

বুক–কিপিং ও হিসাববিজ্ঞানের পার্থক্য:

পার্থক্যের ভিত্তি	বুক–কিপিং	হিসাববিজ্ঞান
১. প্রকৃতি	বুক–কিপিং হলো হিসাববিজ্ঞানের একটি অংশ যা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন আর্থিক লেনদেন নিয়মিতভাবে রেকর্ড করে।	হিসাববিজ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ প্রক্রিয়া যা রেকর্ডকৃত তথ্য বিশ্লেষণ, সংক্ষিপ্তকরণ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে।
২. উদ্দেশ্য	বুক–কিপিংয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো সমস্ত আর্থিক লেনদেনের সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণ করা।	হিসাববিজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ফলাফল ও অবস্থান নির্ধারণ করা এবং ব্যবস্থাপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করা।
৩. পরিধি	বুক–কিপিংয়ের কার্যক্রম কেবল লেনদেনের রেকর্ড ও পোস্টিং পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে।	হিসাববিজ্ঞানের পরিধি অনেক বিস্তৃত, এতে রেকর্ড, শ্রেণিবিন্যাস, সংক্ষিপ্তকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি সবই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

MetaMentor Center

৪. ধাপ	বুক–কিপিং হলো হিসাব প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ, যেখানে লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়।	হিসাববিজ্ঞান হলো পরবর্তী ধাপ, যা বুক–কিপিংয়ের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আর্থিক বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করে।
৫.প্রয়োজনীয় দক্ষতা	বুক–কিপিংয়ের জন্য মৌলিক হিসাব নিয়ম এবং লেনদেন রেকর্ড করার প্রাথমিক জ্ঞান প্রয়োজন।	হিসাববিজ্ঞানের জন্য বিশ্লেষণাত্মক চিন্তা, ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা প্রয়োজন।
৬.প্রতিবেদন প্রস্তুতি	বুক–কিপিংয়ে কোনো চূড়ান্ত আর্থিক বিবরণী যেমন আয় বিবরণী বা ব্যালান্স শিট প্রস্তুত করা হয় না।	হিসাববিজ্ঞানে আয় বিবরণী, ব্যালান্স শিট ও নগদ প্রবাহ বিবৃতির মতো চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বুক–কিপিং হলো হিসাববিজ্ঞানের ভিত্তি বা মূল ধাপ। বুক–কিপিং কেবল লেনদেন রেকর্ড করার কাজ সম্পন্ন করে, আর হিসাববিজ্ঞান সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র উপস্থাপন করে এবং ব্যবসার সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

প্রশ্ন-১৩. স্থায়ী সম্পদ (Fixed Assets) লিপিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে GAAP এবং IFRS-এর মধ্যে প্রধান পার্থক্যগুলো উল্লেখ করো। (অক্টোবর-২০১৯)

পার্থক্যের ভিত্তি	GAAP (গ্যাপ)	IFRS (আইএফআরএস)
১. প্রকৃতি বা সংজ্ঞা (Definition)	GAAP হলো একটি যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান কাঠামো, যেখানে বিস্তারিত নিয়ম-কানুন (Rules) এবং শিল্প-ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা রয়েছে।	IFRS হলো বিশ্বব্যাপী সমাদৃত একটি নীতি-ভিত্তিক (Principle-based) ব্যবস্থা, যা স্বচ্ছতা এবং তুলনযোগ্যতার ওপর জোর দেয়।
২. সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন (Revaluation of Assets)	স্থায়ী সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন সাধারণত অনুমোদিত নয়; সম্পদগুলো সর্বদা ঐতিহাসিক ব্যয়ে (Historical Cost) লিপিবদ্ধ করা হয়।	পুনর্মূল্যায়ন অনুমোদিত; যদি নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়, তবে সম্পদগুলোকে ন্যায্য মূল্যে (Fair Value) দেখানো যায়।
৩. অবচয় পদ্ধতি (Depreciation Method)	বিভিন্ন পদ্ধতির (যেমন- সরলরৈখিক, ক্রমহ্রাসমান জের) অনুমোদন দেয়, তবে এটি মূলত সুনির্দিষ্ট নিয়মের (Rule-based) ওপর নির্ভরশীল।	সম্পদের আয়ুষ্কাল (Useful life) এবং সম্পদ থেকে প্রাপ্ত সুবিধার ধরন বা প্যাটার্নের ওপর বেশি জোর দেয়।
৪. উপাদানভিত্তিক হিসাবরক্ষণ (Component Accounting)	একটি বড় সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর জন্য আলাদাভাবে অবচয় ধার্য করা বাধ্যতামূলক নয়।	কোনো বড় সম্পদের প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোর জন্য উপাদান-ভিত্তিক অবচয় (Component-wise depreciation) ধার্য করা বাধ্যতামূলক।
৫. মূল্যহ্রাস পুনরুদ্ধার (Impairment Reversal)	একবার সম্পদের মূল্য হ্রাস (Impaired) হলে, তা আর আগের অবস্থায় ফেরানো বা রিভার্স (Reverse) করা যায় না।	যদি সম্পদের মূল্য পুনরায় বৃদ্ধি পায়, তবে ইমপেয়ারমেন্ট ক্ষতি রিভার্স বা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ রয়েছে।

প্রশ্ন– ১৪: ক্যাশ বই কী? ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্যাশ বইয়ের প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে উল্লেখ করো। পেটি ক্যাশ বই কেন প্রস্তুত করা হয়? (অক্টোবর–২০১৮, এপ্রিল–২০১৯, মে-২০২৬)

MetaMentor Center

ক্যাশ বইয়ের অর্থ: ক্যাশ বই হলো এমন একটি বিশেষ হিসাব বই, যেখানে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত নগদ গ্রহণ ও নগদ প্রদান লেনদেন ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি একই সঙ্গে জার্নাল ও লেজারের ভূমিকা পালন করে, কারণ নগদ লেনদেনের জন্য আলাদা করে লেজার খোলা প্রয়োজন হয় না। ক্যাশ বইয়ের ভারসাম্য সব সময় হাতে থাকা বা ব্যাংকে জমাকৃত নগদের পরিমাণ নির্দেশ করে।

ক্যাশ বইয়ের প্রয়োজনীয়তা: ক্যাশ বই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর প্রধান প্রয়োজনীয়তাগুলো নিম্নরূপ—

১. **নগদ লেনদেনের পূর্ণ রেকর্ড প্রদান:** ক্যাশ বইয়ে সকল নগদ গ্রহণ ও প্রদান সঠিকভাবে নথিভুক্ত থাকে, ফলে নগদের লেনদেনে কোনো অস্পষ্টতা থাকে না।

২. **নগদ অবস্থান জানা যায়:** এটি ব্যবসাকে যে কোনো সময়ে হাতে থাকা নগদ বা ব্যাংক ব্যালান্স সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেয়।

৩. **নিয়ন্ত্রণের উপায় হিসেবে কাজ করে:** ক্যাশ বই নগদের অপব্যবহার ও আত্মসাত প্রতিরোধে সহায়তা করে এবং অর্থ ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।

৪. **চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত সহজ করে:** ক্যাশ বইয়ে সমস্ত নগদ লেনদেন শ্রেণিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ থাকায় চূড়ান্ত হিসাব তৈরি করা সহজ হয়।

৫. **নির্ভরযোগ্য প্রমাণ সরবরাহ করে:** কোনো অডিট বা বিরোধের ক্ষেত্রে ক্যাশ বই একটি গ্রহণযোগ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

পেটি ক্যাশ বই প্রস্তুতের কারণ: পেটি ক্যাশ বই ছোটখাটো ও ঘন ঘন সংঘটিত নগদ ব্যয় যেমন ডাক খরচ, স্টেশনারি, পরিবহন বা অফিসের ক্ষুদ্র খরচ রেকর্ড করার জন্য প্রস্তুত করা হয়। এটি সাধারণত **ইমপ্রেস্ট পদ্ধতি** (Imprest System) অনুসারে পরিচালিত হয়, যেখানে নির্দিষ্ট সময়ের শুরুতে পেটি ক্যাশিয়ারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করা হয়।
প্রতিটি ক্ষুদ্র ব্যয়ের জন্য একটি ভাউচার তৈরি করা হয় এবং সময় শেষে মোট খরচের পরিমাণ অনুযায়ী পুনরায় অর্থ প্রদান করা হয়।
পেটি ক্যাশ বই ব্যবহারের সুবিধাগুলো হলো—
১. এটি প্রধান ক্যাশিয়ারের কাজের চাপ কমায়।
২. ছোট নগদ লেনদেনে সঠিকতা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।
৩. ক্ষুদ্র ব্যয়সমূহের সঠিক হিসাব ও যাচাই নিশ্চিত করে।
পরিশেষে বলা যায়, ক্যাশ বই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অপরিহার্য। এটি নগদ প্রবাহের পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য রেকর্ড প্রদান করে, আর পেটি ক্যাশ বই ছোট ছোট দৈনন্দিন ব্যয়কে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব করার কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন–১৫: হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য ব্যবস্থা — যুক্তি দাও। (অক্টোবর–২০১৮)
অথবা, হিসাববিজ্ঞানকে কেন তথ্য ব্যবস্থা বলা হয়? (নভেম্বর ২০২৫)
হিসাববিজ্ঞানকে একটি তথ্য ব্যবস্থা বলা হয় কারণ এটি ব্যবসার আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য শনাক্ত, রেকর্ড, শ্রেণিবিন্যাস, সংক্ষিপ্তকরণ ও বিশ্লেষণ করে ব্যবহারকারীদের কাছে উপস্থাপন করে। এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। হিসাববিজ্ঞান কাঁচা আর্থিক তথ্যকে অর্থবহ প্রতিবেদনে রূপান্তর করে যা ব্যবসার সামগ্রিক পারফরম্যান্স মূল্যায়নে সহায়তা করে।
হিসাববিজ্ঞান একটি তথ্য ব্যবস্থা হিসেবে নিম্নলিখিতভাবে কাজ করে:

১. **লেনদেন শনাক্তকরণ:** হিসাববিজ্ঞান প্রথমে এমন সব আর্থিক ঘটনা চিহ্নিত করে যা টাকায় পরিমাপযোগ্য, যেমন বিক্রয়, ক্রয় ও প্রদান।
২. **রেকর্ডকরণ:** শনাক্তকৃত লেনদেনগুলো নিয়মিতভাবে জার্নাল ও লেজারে রেকর্ড করা হয় যাতে তথ্য সঠিক ও সংরক্ষিত থাকে।
৩. **শ্রেণিবিন্যাস:** রেকর্ডকৃত তথ্যকে নির্দিষ্ট শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, যাতে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন সহজ হয়।
৪. **সারসংক্ষেপ ও প্রতিবেদন:** হিসাববিজ্ঞান তথ্যগুলোকে সংক্ষিপ্ত করে ট্রায়াল ব্যালান্স, আয় বিবরণী ও ব্যালান্স শিট আকারে উপস্থাপন করে।
৫. **বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা:** আর্থিক তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা, তারল্য ও কার্যকারিতা নির্ধারণ করা হয়।
৬. **তথ্য সরবরাহ:** শেষে এই বিশ্লেষিত তথ্য ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতাদের কাছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সরবরাহ করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, হিসাববিজ্ঞান একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য ব্যবস্থা যা আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করে তা অর্থবহ রূপে উপস্থাপন করে। এটি প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন–১৬: নীতি বা নৈতিকতা কী? হিসাব পেশায় এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।(অক্টোবর–২০১৮)
নীতি বা নৈতিকতা হলো এমন নৈতিক মূল্যবোধ ও আচরণবিধি যা কোনো ব্যক্তি বা পেশাজীবীর সঠিক ও ভুল কাজের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে। হিসাব পেশায় নৈতিকতা মানে হলো সততা, নিরপেক্ষতা, ন্যায্যতা ও গোপনীয়তা বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করা এবং আর্থিক তথ্য সঠিকভাবে উপস্থাপন করা।
হিসাব পেশায় নৈতিকতার গুরুত্ব:

১. **সঠিকতা ও সততা বজায় রাখা:** হিসাবরক্ষককে সব লেনদেন সঠিকভাবে রেকর্ড করতে হয় এবং কোনো তথ্য গোপন বা বিকৃত করা যায় না।
২. **জনবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা:** বিনিয়োগকারী, ব্যাংক ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা আর্থিক বিবরণীর ওপর নির্ভর করে; নৈতিক আচরণ এই বিশ্বাস দৃঢ় করে।
৩. **আইন ও মানদণ্ড অনুসরণ:** নৈতিকতা হিসাবরক্ষককে আইন, পেশাগত বিধি ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলতে সহায়তা করে।
৪. **প্রতারণা প্রতিরোধ:** নৈতিকতা অনৈতিক কাজ যেমন আয় গোপন, ব্যয় লুকানো বা মিথ্যা প্রতিবেদন তৈরি রোধ করে।
৫. **পেশাগত দায়িত্ববোধ বজায় রাখা:** হিসাবরক্ষককে সবসময় নিরপেক্ষ থাকতে হয় এবং কোনো চাপের কারণে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

পরিশেষে বলা যায়, নৈতিকতা হিসাব পেশার প্রাণশক্তি। এটি সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে, যার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিবেদন বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং সমাজে হিসাবরক্ষকের সম্মান অটুট থাকে।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–17. IAS এবং IFRS-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বাংলাদেশের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতকরণে এগুলোর ব্যবহার বর্ণনা কর। (May 2026)

IAS এবং IFRS-এর মধ্যে পার্থক্য

হিসাববিজ্ঞানের পরিভাষায় IAS এবং IFRS-এর পার্থক্যগুলোর বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো:

পার্থক্যের ভিত্তি (Basis)	**IAS (আইএএস)**	**IFRS (আইএফআরএস)**
পূর্ণরূপ (Full Form)	ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আন্তর্জাতিক হিসাববিজ্ঞান মানদণ্ড)	ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড)
ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ (Issued By)	ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস কমিটি (IASC)	ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড (IASB)
সময়কাল (Period)	২০০১ সালের পূর্বে প্রণয়ন বা ইস্যু করা হয়েছিল।	২০০১ সাল এবং তার পর থেকে প্রণয়ন বা ইস্যু করা হচ্ছে।
প্রকৃতি (Nature)	এগুলো তুলনামূলকভাবে পুরোনো মানদণ্ড।	এগুলো নতুন এবং হালনাগাদকৃত মানদণ্ড।
পরিধি বা আওতা (Scope)	নির্দিষ্ট বা সুনির্দিষ্ট হিসাববিজ্ঞান সংক্রান্ত বিষয়গুলো কভার করে।	এটি একটি বিস্তৃত এবং আরও বেশি ব্যাপক বা পূর্ণাঙ্গ আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামো।

বাংলাদেশে IAS ও IFRS-এর ব্যবহার

১। আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে একরূপতা নিশ্চিত করে।

২। আর্থিক বিবরণীর স্বচ্ছতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

৩। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক বিবরণী তুলনা করা সহজ করে।

৪। বিনিয়োগকারী ও ঋণদাতাদের আস্থা বৃদ্ধি করে।

৫। আন্তর্জাতিক হিসাবচর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।

৬। বাংলাদেশে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য Institute of Chartered Accountants of Bangladesh (ICAB) IAS ও IFRS গ্রহণ করেছে।

উপসংহার: IAS ও IFRS আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের জন্য একটি অভিন্ন কাঠামো প্রদান করে এবং আর্থিক তথ্যের নির্ভুলতা, স্বচ্ছতা ও বৈশ্বিক তুলনাযোগ্যতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

প্রশ্ন–১৮.ক্যাশ বুক (Cash Book) ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট (Cash Flow Statement) থেকে কীভাবে ভিন্ন? (May-2026)

ক্যাশ বুক এবং ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টের মধ্যে পার্থক্য:

পার্থক্যের ভিত্তি	**ক্যাশ বুক (Cash Book)**	**ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট (Cash Flow Statement)**
অর্থ	দৈনন্দিন নগদ ও ব্যাংক লেনদেন রেকর্ড করে।	নির্দিষ্ট সময়ে নগদ অর্থের আগমন ও বহির্গমন প্রদর্শন করে।
প্রকৃতি	প্রাথমিক হিসাবের বই (Book of Original Entry)।	একটি আর্থিক বিবরণী (Financial Statement)।
প্রস্তুতির সময়	দৈনিক প্রস্তুত করা হয়।	হিসাবকাল শেষে প্রস্তুত করা হয়।
উদ্দেশ্য	নগদ ও ব্যাংক স্থিতি জানা।	নগদ প্রবাহ ও তারল্য অবস্থান বিশ্লেষণ করা।
পরিধি	পৃথক পৃথক নগদ লেনদেন রেকর্ড করে।	পরিচালন, বিনিয়োগ ও অর্থায়ন কার্যক্রমের নগদ প্রবাহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে।

MetaMentor Center

সংক্ষিপ্ত নোট

প্রশ্ন–১: ফরেনসিক হিসাববিজ্ঞান (মে–২০২৫, এপ্রিল–২০২৪, অক্টোবর–২০২১, এপ্রিল–২০১৯) ফরেনসিক হিসাববিজ্ঞান হলো হিসাববিজ্ঞানের ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং বা ফরেনসিক হিসাববিজ্ঞান হলো হিসাববিজ্ঞানের একটি বিশেষায়িত শাখা, যা আর্থিক জালিয়াতি এবং হোয়াইট-কলার (ভদ্রবেশী বা পেশাদার) অপরাধ শনাক্ত, পরীক্ষা এবং প্রতিরোধ করার জন্য হিসাববিজ্ঞান, নিরীক্ষা (auditing) এবং তদন্তমূলক কৌশলগুলোর সমন্বয় করে। এটি অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ পাচার (মানি লন্ডারিং), দুর্নীতি এবং সিকিউরিটিজ জালিয়াতির মতো আর্থিক অনিয়মগুলো উন্মোচন করতে সাহায্য করে। ফরেনসিক হিসাবরক্ষকরা আর্থিক বিরোধ বা ফৌজদারি মামলায় প্রমাণ সরবরাহ করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং আদালতের সাথে একত্রে কাজ করেন।

এই শাখাটি আর্থিক লেনদেনের গতিপথ অনুসন্ধান (trace) করতে এবং আইনের যথাযথ প্রতিপালন (compliance) নিশ্চিত করতে প্রযুক্তি ও ডেটা বিশ্লেষণ ব্যবহার করে। ব্যবসায়িক কার্যক্রমে আর্থিক সততা (integrity), স্বচ্ছতা এবং আস্থা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন–২: আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (IFRS) ও আন্তর্জাতিক হিসাব মান (IAS) (নভেম্বর–২০২৪, এপ্রিল–২০২৪, মে–২০২৩, অক্টোবর–২০২১, এপ্রিল–২০১৯, অক্টোবর–২০১৮)

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRS) এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS) হলো আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ও উপস্থাপনের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত নিয়মকানুন। এগুলো বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থিক তথ্যের ধারাবাহিকতা (consistency), স্বচ্ছতা (transparency) এবং তুলনযোগ্যতা (comparability) নিশ্চিত করে।

বাংলাদেশে, স্থানীয় হিসাববিজ্ঞান চর্চাগুলোকে আন্তর্জাতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে 'দ্য ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ' (ICAB) IFRS এবং IAS গ্রহণ করেছে। IFRS সম্পদ, দায়, আয় এবং ব্যয়ের ন্যায্য উপস্থাপনের (fair presentation) ওপর জোর দেয়, অন্যদিকে IAS সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলোর জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রদান করে। এই মানদণ্ডগুলো বিনিয়োগকারীদের আস্থা সুদৃঢ় করে এবং আর্থিক বিবরণীর বৈশ্বিক গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন–৩: হিসাব পেশায় নৈতিকতা (নভেম্বর–২০২৪, অক্টোবর–২০২৩, অক্টোবর–২০২১, নভেম্বর ২০২৫)

হিসাববিজ্ঞানে নৈতিকতা বলতে সেইসব নৈতিক মূল্যবোধ (moral values) এবং পেশাগত মানদণ্ডকে (professional standards) বোঝায়, যা হিসাবরক্ষকদের সততা (honesty), ন্যায্যতা (fairness) এবং নিষ্ঠার (integrity) সাথে কাজ করতে পরিচালিত করে। বস্তুনিষ্ঠতা (objectivity), গোপনীয়তা (confidentiality) এবং পেশাদারি আচরণের (professional behavior) মতো নৈতিক নীতিমালাগুলো আর্থিক প্রতিবেদনে নির্ভুলতা ও নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে। হিসাবরক্ষকদের অবশ্যই হিসাবের কারচুপি (manipulation of accounts) এড়িয়ে চলতে হবে এবং সকল স্টেকহোল্ডার বা স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের কাছে সত্য ও সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।

নৈতিকতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হলে তা জালিয়াতি, সুনামের হানি (loss of reputation) এবং আইনি পদক্ষেপের কারণ হতে পারে। এছাড়া, নৈতিক আচরণ হিসাববিজ্ঞান পেশার প্রতি জনগণের আস্থা (public trust) তৈরি করে এবং আর্থিক তথ্যের জবাবদিহিতা (accountability) ও বিশ্বাসযোগ্যতা (credibility) নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন–৪: রাজস্ব ব্যয় ও মূলধনী ব্যয়ের পার্থক্য (অক্টোবর–২০২৩, এপ্রিল–২০১৯)

মুনাফা জাতীয় ব্যয় (Revenue expenses) হলো স্বল্পমেয়াদী ব্যয়, যা দৈনন্দিন ব্যবসায়িক কার্যক্রম বজায় রাখতে সাহায্য করে, যেমন— মজুরি, ভাড়া, মেরামত বা উপযোগ (ইউটিলিটি) বিল। যে হিসাবকালে এগুলো সংঘটিত হয়, ঠিক সেই একই হিসাবকালেই এগুলো আয় বিবরণীতে (income statement) চার্জ করা বা দেখানো হয়।

অন্যদিকে, মূলধন জাতীয় ব্যয় (Capital expenses) যন্ত্রপাতি, দালানকোঠা বা ভূমির উন্নয়নের মতো দীর্ঘমেয়াদী সম্পদের সৃষ্টি করে বা এগুলোর মূল্য বৃদ্ধি করে। এগুলো উদ্বৃত্তপত্রে (balance sheet) বা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এগুলোর ওপর অবচয় ধার্য করা হয়।

মুনাফা জাতীয় ব্যয় ব্যবসায়ের বিদ্যমান উপার্জন ক্ষমতা (earning capacity) বজায় রাখে, যেখানে মূলধন জাতীয় ব্যয় নতুন উপার্জন ক্ষমতার সৃষ্টি করে বা তা বৃদ্ধি করে। ব্যবসায়ের প্রবৃদ্ধির জন্য এই উভয় প্রকার ব্যয়ই অপরিহার্য।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–৫: মূলধনী ব্যয় ও রাজস্ব ব্যয়ের পার্থক্য (মে–২০২৩, অক্টোবর–২০২১)

মূলধন জাতীয় ব্যয় (Capital expenditure) বলতে দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি বা যানবাহনের মতো স্থায়ী সম্পদ (fixed assets) অর্জন বা এর উন্নয়নের জন্য করা ব্যয়কে বোঝায়, যা দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা প্রদান করে। এটি উদ্বৃত্তপত্রে (balance sheet) বা আর্থিক অবস্থার বিবরণীতে সম্পদ হিসেবে দেখানো হয় এবং সময়ের সাথে সাথে এর অবচয় (depreciation) ধার্য করা হয়।

অন্যদিকে, মুনাফা জাতীয় ব্যয় (Revenue expenditure) হলো ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সংঘটিত ব্যয়, যেমন- বেতন, মেরামত এবং বীমা, যা থেকে শুধুমাত্র চলতি হিসাবকালেই সুবিধা পাওয়া যায়। এগুলো আয় বিবরণীতে (income statement) দেখানো হয়।

মূলধন জাতীয় ব্যয় ব্যবসায়ের উৎপাদন ক্ষমতা (productive capacity) বৃদ্ধি করে, পক্ষান্তরে মুনাফা জাতীয় ব্যয় ব্যবসায়ের বিদ্যমান উপার্জন ক্ষমতা (earning potential) বজায় রাখতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন–৬: বকেয়া ভিত্তিক ও নগদ ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি (নভেম্বর–২০২২, অক্টোবর–২০১৯)

বকেয়া ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান (Accrual basis of accounting) পদ্ধতিতে, নগদ অর্থ কখন পাওয়া গেল বা পরিশোধ করা হলো তা বিবেচনা না করে, আয় ও ব্যয় যখন অর্জিত বা সংঘটিত হয় ঠিক তখনই তা স্বীকৃতি পায় বা লিপিবদ্ধ করা হয়। এই পদ্ধতিটি প্রতিষ্ঠানের লাভজনকতা এবং আর্থিক ফলাফলের একটি সত্য ও নির্ভরযোগ্য (true and fair view) চিত্র প্রদান করে।

অন্যদিকে, নগদান ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান (Cash basis of accounting) পদ্ধতিতে শুধুমাত্র নগদ অর্থের আদান-প্রদান হলেই লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। এটি অপেক্ষাকৃত সহজ একটি পদ্ধতি, তবে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এটি কম নির্ভুল।

বকেয়া পদ্ধতিটি বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বেশি উপযোগী। কারণ এটি নির্দিষ্ট হিসাবকালের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে মিলকরণ (matching) ঘটায়, যা ব্যবসায়ের সার্বিক ফলাফলের বা পারফরম্যান্সের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরে।

প্রশ্ন–৭: হিসাববিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা (এপ্রিল–২০২০)

হিসাববিজ্ঞান কয়েকটি মৌলিক ধারণার ওপর ভিত্তি করে গঠিত—

১. **চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা:** প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতেও কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।

২. **হিসাবকাল ধারণা:** নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আর্থিক ফলাফল নির্ধারণ করা হয়।

৩. **মুদ্রা পরিমাপ ধারণা:** কেবল টাকায় পরিমাপযোগ্য লেনদেন রেকর্ড করা হয়।

৪. **ব্যবসা সত্তা ধারণা:** ব্যবসা ও মালিককে পৃথক সত্তা হিসেবে গণ্য করা হয়।

এই ধারণাগুলো প্রতিবেদনকে নির্ভরযোগ্য ও তুলনাযোগ্য করে তোলে।

প্রশ্ন–৮: Sunk Cost নিমজ্জিত ব্যয় (এপ্রিল–২০২০)

নিমজ্জিত ব্যয় (Sunk cost) বলতে এমন একটি খরচকে বোঝায় যা ইতোমধ্যে সংঘটিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে যে সিদ্ধান্তই নেওয়া হোক না কেন, তা আর পুনরুদ্ধার করা বা ফেরত পাওয়া সম্ভব নয়। এর উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে- গবেষণা, বিজ্ঞাপন বা পুরোনো যন্ত্রপাতির পেছনে অতীতের ব্যয়। ভবিষ্যতের যেকোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এই ব্যয়গুলো অপ্রাসঙ্গিক, কারণ নতুন ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত যা-ই হোক না কেন, এই ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, কোনো ব্যর্থ বা অসফল প্রকল্পে ইতোমধ্যে অর্থ ব্যয় হয়ে থাকলে, নতুন কোনো প্রকল্প শুরু করার সিদ্ধান্তে তার প্রভাব থাকা উচিত নয়। ব্যবস্থাপকদের উচিত শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ ব্যয় এবং আয়ের ওপর মনোযোগ দেওয়া, যা ব্যবসায়ের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে। নিমজ্জিত ব্যয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং আবেগপ্রবণ বা অপচয়মূলক ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত এড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে ব্যবসায়ের পরিকল্পনা আরও কার্যকর হয় এবং আর্থিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

MetaMentor Center

প্রশ্ন–০৯: বকেয়া ভিত্তিক হিসাব পদ্ধতি (অক্টোবর–২০১৮)

বকেয়া ভিত্তিক হিসাববিজ্ঞান পদ্ধতিতে (Accrual Basis Accounting System) নগদ অর্থ কখন পাওয়া গেল বা পরিশোধ করা হলো তা বিবেচনা না করে, আয় যখন অর্জিত হয় এবং ব্যয় যখন সংঘটিত হয় ঠিক তখনই তা লিপিবদ্ধ করা হয়।

এটি মিলকরণ নীতি (Matching Principle) অনুসরণ করে, যা নিশ্চিত করে যে কোনো নির্দিষ্ট আয়ের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যয়গুলো যেন একই হিসাবকালে স্বীকৃতি পায়। উদাহরণস্বরূপ, বাকিতে পণ্য বিক্রয় করা হলে বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই তা আয় হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়, অর্থ প্রাপ্তির পর নয়।

এই পদ্ধতিটি কোনো ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল এবং অবস্থার একটি সত্য ও নির্ভরযোগ্য (true and fair view) চিত্র তুলে ধরে। এটি একটি নির্দিষ্ট হিসাবকালে অর্জিত সকল আয় এবং সংঘটিত সকল ব্যয় প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বা লাভজনকতা আরও নির্ভুলভাবে পরিমাপে সাহায্য করে।

বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই বকেয়া পদ্ধতিটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি 'সাধারণত গৃহীত হিসাববিজ্ঞান নীতিমালা' (GAAP) ও 'আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মানদণ্ড' (IFRS) উভয় দ্বারাই স্বীকৃত।

প্রশ্ন–১০. ফরেনসিক অডিট (Forensic Audit)(May-2026)

ফরেনসিক অডিট হলো আর্থিক রেকর্ড ও লেনদেনের একটি বিশেষায়িত নিরীক্ষা, যা জালিয়াতি, দুর্নীতি, তহবিল আত্মসাৎ, অর্থপাচার বা অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম শনাক্ত করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। এ নিরীক্ষায় এমন তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়, যা আইনগত তদন্ত ও আদালতের কার্যক্রমে ব্যবহার করা যায়।

ফরেনসিক অডিটের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আর্থিক অসদাচরণ শনাক্ত করা, ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রমের জন্য নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রদান করা। এটি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

End of First Chapter

🔗 অর্ডার করতে ক্লিক করুন: www.metamentorcenter.com
📲 WhatsApp: 01310-474402

MetaMentor Center